গ্ল্যামার ফটোগ্রাফির ৪ যাদুকর

গ্ল্যামার ফটোগ্রাফিতে চঞ্চল মাহমুদ, ডেভিড বারিকদার, সোহেল রানা রিপন, তুহিন হোসেন পরিচিত, জনপ্রিয়। এই তারকা ফটোগ্রাফারদের নিয়ে ১৬ জুলাই সাপ্তাহিক ২০০০ আয়োজন করেছিল গোলটেবিল আলোচনার। বিষয় ছিল গ্ল্যামার ফটোগ্রাফি। সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন **জব্বার হোসেন**

সাপ্তাহিক ২০০০ : *আপনারা প্রত্যেকেই গ্ল্যামার ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করছেন। গ্ল্যামার বিষয়টাকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন বা গ্ল্যামারের ধারণাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?*

সোহেল রানা রিপন : সংজ্ঞাগত একটা ব্যাপার তো রয়েছেই। তবে আমার মনে হয়, যে বস্তুটার বা মানুষটার ছবি তুলছি তার অসুন্দর দিকটা ঢেকে যে জায়গাটাকে ফোকাস করলে সুন্দর একটা দিক পাওয়া যাবে এই সৌন্দর্য তুলে আনার বিষয়টাকে গ্ল্যামার ফটোগ্রাফি বলবো। তবে বাইরের ধারণা একটু ভিন্ন। সেখানে গ্ল্যামার ফটোগ্রাফি একটু এক্সপোজড্ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে গ্ল্যামারটাকে নিজেদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভাবতে হবে।

ডেভিড বারিকদার : গ্ল্যামার ইংরেজি শব্দ। আভিধানিকভাবে গ্ল্যামারকে অক্সফোর্ডে একভাবে আর বাংলাতে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষের এক্সাইটিং দিক, যে দিকটা অন্যান্য মানুষকে আকর্ষণ করে সেই দিকটাই গ্ল্যামার, ফটোগ্রাফির মাধ্যমে তা তুলে ধরাই গ্ল্যামার ফটোগ্রাফি। বাংলা অভিধান অনুযায়ী, মানুষের নকল দিকটা, আর্টিফিসিয়াল বা সাজানো দিকটা, নিজেকে একটু ভিন্নভাবে দেখানো (বিপরীত অর্থে)। এই দেখানোটাই গ্ল্যামার। আমি ইংরেজি অভিধানের পক্ষে। এর আগেও আমি সাপ্তাহিক ২০০০-এ আমার একটি লেখায় বলেছিলাম, আমাদের মধ্যবিত্তের দৈন্যতা যে আমরা গ্ল্যামারকে ভয় পাই। এই দৈন্যতাই বাংলা অভিধানের ব্যাখ্যায় প্রকাশ পায়।

'ফটোগ্রাফারদের অধিকারের ব্যাপারে, সচেতনতার ব্যাপারে ড. শহিদুল আলম সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন। আগে অনেকেই বলতেন, ছবির নেগেটিভ দেন না কেন? অথচ নেগেটিভ যে ফটোগ্রাফারের প্রোপার্টি এটা বোঝাতেই অনেক সময় লেগেছে'
চঞ্চল মাহমুদ

এ ক্ষেত্রে আমি রিপনের সঙ্গে অনেকটা একমত। সেই সঙ্গে একটু যোগ করতে চাই যে, একটা মানুষের কেবল অসুন্দর অংশ ঢেকে নয়, একই সঙ্গে একজন মানুষের সর্বোচ্চ সৌন্দর্যকে যে ছবিতে তুলে ধরা হয় সেটাকেই গ্ল্যামার ফটোগ্রাফি বলবো। হয়তো তার চোখ বা স্কিন টোন কিংবা হেয়ার স্টাইলটাকে অন্যরা প্রশংসা করে। এই সৌন্দর্যকে যখন আরো বিশেষভাবে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা হবে তখনই সেটা গ্ল্যামার ফটোগ্রাফি। বিষয়টি আবার পুরোপুরি সৌন্দর্যও নয়। শুধু সৌন্দর্য হলে সেটা হয়ে যাবে বিউটি ফটোগ্রাফি। এখানে পার্থক্যটা খুব সূক্ষ্ম। যার যতোটুকু সৌন্দর্য সেটা তো ধারণ করা হবেই, সেই সৌন্দর্যকে যখন আরো এক্সপ্লোর করা হবে, বিউটির চাইতে গ্ল্যামারটাকে আরো বেশি মাত্রায় তুলে ধরা হবে, তখনই তাকে পুরোপুরি গ্ল্যামার ফটোগ্রাফি বলবো।

তুহিন হোসেন : আমার মনে হয় প্রতিটি মানুষেরই কোথাও না কোথাও গ্ল্যামার রয়েছে। কারো হয়তো চোখটা খুব ভালো আসে কিংবা ঠোঁট বা অন্য কিছু। এখন কার যে কোনটা তুলে ধরার মতো সেটাই বিষয়। যখন কারো ছবি আমরা তুলি তখন চেষ্টা করি তার সুন্দর দিকটা ফুটিয়ে তুলতে। তার চেহারা, শরীর সবকিছু মিলিয়ে যেন গ্ল্যামারাস মনে হয়- যে ছবিতে এই বিষয়টি পুরোপুরি থাকবে তাকেই গ্ল্যামার ছবি বলবো।

চঞ্চল মাহমুদ : গ্ল্যামারকে সবাই যেভাবে ব্যাখ্যা করে আমি সেভাবে দেখতে চাই না। আমার মনে হয়, একটা মানুষের সবকিছু মিলিয়েই গ্ল্যামার। তার চেহারা, ব্যবহার, সৌন্দর্য, হাঁটাচলা, কথা বলা সব কিছু। একটা মেয়ে বা ছেলে সে হয়তো দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু এক্সপ্রেশন দিতে জানেন না বা রুচি, ব্যক্তিত্ব এই বিষয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই- আমি তাকে গ্ল্যামারাস বলবো না।

২০০০ : ফটোগ্রাফিতে আপনারা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত কিন্তু প্রফেশন হিসেবে গ্ল্যামারকে বেছে নিলেন কেন?

ডেভিড : সচেতনভাবে আমি গ্ল্যামার ফটোগ্রাফি বেছে নিইনি। একেবারেই শুরুর দিকে আমি, রিপন, আমরা একটা কম্বাইন্ড স্টুডিও করি। সেখানে সব রকম কাজই হতো। সেখান থেকে ইংল্যান্ড চলে যাই ফটোজার্নালিজমে পড়াশোনা করতে। ফিরে এসে সাপ্তাহিক ২০০০ ও আনন্দধারায় যোগ দিই। আমার বন্ধু মিজানুর রহমান খান তখন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রধান প্রতিবেদক। তার মাধ্যমেই শাহাদত ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয়। উনি পোর্টফোলিও দেখে আমাকে পছন্দ করেন। তখন থেকেই মূলত আমার গ্ল্যামার ফটোগ্রাফির শুরু।

আমি হয়তো কর্পোরেট ব্রোসিওরের কাজ করছি, ফ্যাশন ক্যাটালগ করছি বা ডকুমেন্টারির কাজ করছি কিন্তু সেটা তো মিডিয়াতে এক্সপোজ হচ্ছে না, আবার রাস্তাঘাটে আমার ছবি দিয়ে যে বিলবোর্ড হচ্ছে সেখানে ক্রেডিট থাকছে না যে ছবিটা ডেভিড বারিকদারের। এটা রিপন বা তুহিনের ছবিতেও থাকবে না। কিন্তু পত্রিকার ছবিতে নাম থাকার কারণে এবং প্রচার হবার কারণেই লোকে আমাদের গ্ল্যামার ফটোগ্রাফার হিসেবে বেশি চিনছে। আমার টোটাল কাজের ৩০ থেকে ৪০ ভাগ হচ্ছে গ্ল্যামার। বাকি সব অ্যাডভার্টাইজিং, কর্পোরেট বা অন্যান্য ফটোগ্রাফি।

'আমাদের খুব খারাপ একটা প্রবণতা হলো, আমরা পাশ্চাত্যের খারাপ দিকটাই সহজে গ্রহণ করি, কিন্তু ভালো দিকটা নিতে দেরি হয়। এখন বাইরের পিনআপ বা পর্নোপত্রিকা দেখে আমাদের ফটোগ্রাফাররা যদি এটাকে গ্ল্যামার ভেবে বসে তাহলে মুশকিল'

ডেভিড বারিকদার

তুহিন : গ্ল্যামার ফটোগ্রাফার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবো, এটা আসলে কখনো ভাবিনি। ফটোগ্রাফির প্রতি ছোটবেলা থেকেই শখ ছিল, এ বিষয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি খুব সৌভাগ্যবান যে সাপ্তাহিক ২০০০ ও আনন্দধারায় ডেভিড ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমার মনে আছে, আমাদের দু'জনকেই প্রচুর গ্ল্যামার ছবি তুলতে হয়েছিল। আনন্দধারার মাত্র শুরু। তখনই আমরা দেশের প্রায় সব তারকার ফটোসেশন করে ফেলেছিলাম। প্রতিদিন তখন আমি এবং ডেভিড ভাই বাইশ থেকে পঁচিশ রোল ছবি তুলতাম। কখন যে সময় কেটে যেত টেরই পেতাম না। সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী আমাদের নিয়ে বসতেন ছবি প্রিন্ট হবার পর। তিনি অসম্ভব ভালো ফটোগ্রাফি বোঝেন। শাহাদত ভাই এবং ডেভিড ভাই দু'জনই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এক সময় গ্ল্যামার ফটোগ্রাফিটাই আমার কাছে মুখ্য হয়ে উঠলো। তবে একটা জিনিস সত্য, ছোটবেলায় চঞ্চল ভাইয়ের গ্ল্যামার ফটোগ্রাফি দেখে ভীষণ অনুপ্রাণিত হতাম।

রিপন : আমি, ডেভিড এবং রন, আমরা তিনজনে প্রথমে একটা যৌথ স্টুডিও দিয়ে যাত্রা শুরু করি। সেখানে সব ধরনের ফটোগ্রাফির কাজ হতো। তবে অ্যাডভার্টাইজিং ফটোগ্রাফিই ছিল মুখ্য। তখন থেকেই একেক জনের একেক দিকে আগ্রহ তৈরি হতে থাকলো। অন্য সব ধরনের কাজ করলেও গ্ল্যামার ফটোগ্রাফির প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করি। গ্ল্যামারের মোহটা বোধহয় সবাইকেই কম বেশি আকর্ষণ করে। তবে তুহিনের সঙ্গে আমিও যোগ করবো যে, চঞ্চল ভাইয়ের গ্ল্যামার ফটোগ্রাফি আমার কাছে এক ধরনের অনুপ্রেরণা। আর এটা সত্যি যে, গ্ল্যামার ছবির প্রচারটা বেশি হবার কারণেই লোকে আমাদের গ্ল্যামার ফটোগ্রাফার বলে চেনে। ফটোগ্রাফি এখন আমাদের পেশা, তবে শুধু গ্ল্যামার ফটোগ্রাফারের পরিচয়েই আমরা বোধহয় সীমাবদ্ধ নই।

'অন্য সব ধরনের কাজ করলেও গ্ল্যামার ফটোগ্রাফির প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করি। এটা সত্যি যে, গ্ল্যামার ছবির প্রচারটা বেশি হবার কারণেই লোকে আমাদের গ্ল্যামার ফটোগ্রাফার বলে চেনে। ফটোগ্রাফি এখন আমাদের পেশা, তবে শুধু গ্ল্যামার ফটোগ্রাফারের পরিচয়েই আমরা বোধহয় সীমাবদ্ধ নই'

সোহেল রানা রিপন

চঞ্চল : আমরা এই চারজনই বিপিএসের প্রডাকশন। বেগ সাহেবের কথা বলতে হয়, তার জন্যই আজকে ফটোগ্রাফার হয়েছি। আমি মনে করি, আমরা প্রত্যেকেই পিওর ফটোগ্রাফার, ফটোগ্রাফি বিষয়ে আমরা প্রত্যেকেই পড়াশোনা করেছি।

২০০০ : চঞ্চল ভাই, আপনি তো মডেল বা গ্ল্যামার ফটোগ্রাফির বিষয়টির সঙ্গে শুরু থেকে সম্পৃক্ত। তখনকার পরিবেশের সঙ্গে এখনকার পরিবেশ এবং প্রেক্ষাপটের পার্থক্য কতটুকু?

চঞ্চল : ফটোসেশনের জন্য আলাদা কোনো স্টুডিও তখন ছিল না। সবাই সাধারণ স্টুডিওতেই ছবি তুলতো। তখন আমাকে অনেকেই বলেছিল, আলাদাভাবে গ্ল্যামার স্টুডিও চলবে না। ছবির কোয়ালিটি দিয়েই আমাকে বোঝাতে হয়েছিল গ্ল্যামার ফটোগ্রাফি সাধারণ ফটোগ্রাফির চেয়ে ভিন্ন কিছু। তখন তো মেয়েরা আসতেই চাইতো না। আফজাল হোসেন, ইউসুফ হাসান এঁরা আমাকে খুব সহযোগিতা করেছেন। আর সেই সময় শাহাদত চৌধুরী সম্পাদিত অধুনালপ্ত আনন্দ বিচিত্রা আমি বলবো গ্ল্যামার ফটোগ্রাফিতে একটা বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। তবে তখনকার সময়ের সঙ্গে এখনকার পার্থক্য কেবল ছোট একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবো- তখনকার সময়ে ভার্সিটিতে বা অন্য কোথাও মেয়েদের বা অভিভাবকদের অনুরোধ করতে হতো মডেল হবার জন্য, আর এখন অভিভাবকরাই তাদের সন্তানদের নিয়ে আসেন মডেল হবার জন্য, ফটোসেশনের জন্য।

২০০০ : আমাদের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট গ্ল্যামার ফটোগ্রাফির কতোটা পক্ষে বা গ্ল্যামার ফটোগ্রাফির জন্য কতোটা ইতিবাচক বলে মনে করছেন?

ডেভিড : শ্লীল-অশ্লীলের সংজ্ঞা যেমন একেক দেশে একেক রকম, তেমনি গ্ল্যামারের সংজ্ঞাও স্থান-কাল ভেদে ভিন্ন হওয়া

উচিত। কারণ সেই দেশের সংস্কৃতিকে ধারণ করেই এই সংজ্ঞাগুলো নির্ধারিত হয়। ইদানীং আমি ওভার এক্সপোজার কিংবা বলবো অপ্রয়োজনীয়ভাবে খোলামেলা ছবি তোলার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করেছি। আমাদের খুব খারাপ একটা প্রবণতা হলো, আমরা পাশ্চাত্যের খারাপ দিকটাই সহজে গ্রহণ করি, কিন্তু ভালো দিকটা নিতে দেরি হয়। এখন বাইরের পিনআপ বা পর্নোপত্রিকা দেখে আমাদের ফটোগ্রাফাররা যদি এটাকে গ্ল্যামার ভেবে বসে তাহলে মুশকিল।

২০০০ : এর ফলে কিন্তু ফটোগ্রাফি এবং ফটোগ্রাফারদের ইমেজ খারাপ হচ্ছে...

ডেভিড : দেখেন, সমাজে চলার ক্ষেত্রে আমাদের দায়বদ্ধতা আছে। এটা শুধু পেশার প্রতি নয় বরং বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, সমাজের প্রতিও আমাদের দায়বদ্ধতা সমান। কিন্তু আজকে যারা কোনো স্কুলিংয়ের মাধ্যমে আসেনি বা বিপিএসের মাধ্যমে আসেনি- একটা ক্যামেরা কিনে হয়তো ফটোগ্রাফির একটা বইয়ের মাত্র তিন পৃষ্ঠা পড়ে ফটোগ্রাফার হয়ে গেছে, তাদের দেখার সঙ্গে কোনো নৈতিক সীমারেখা নেই। দু-একজন হয়তো দেশের বাইরে সাধারণ কাজ করে, দেশে আসার সময় তিন দিনের একটা ফটোগ্রাফিক ওয়ার্কশপ করে বিদেশী সার্টিফিকেট নিয়েছে এবং দেশে এসে সেটা স্টুডিওতে লাগিয়ে বাহবাও কুড়াচ্ছে- এমন উদাহরণ আমাদের খুব পরিচিত। এদের কারণেই আজকে মুড়ি-মুড়কি সব এক হয়ে যাচ্ছে এবং কারণেই সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল যারা আছেন তারা ঐসব কাজের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে টোটাল ফটোগ্রাফিটাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অতিরিক্ত খোলামেলা ছবি আমাদের সমাজ গ্রহণ করে না। এমনকি আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে যেটা গ্রহণ এবং সমর্থন করি না সেটা অকারণে কেন তুলতে যাবো। তবে পেশার কারণে যদি প্রয়োজন হয়, সেটা ভিন্ন হিসাব। তা না হলে অকারণে এই এক্সপোজার টেন্ডেন্সি বাংলা ছায়াছবির অপ্রয়োজনীয় সুড়সুড়ি দেবার মতোই একটি কলুষিত ব্যাপার হবে।

চঞ্চল : ডেভিডের সূত্র ধরে বলি, এরা কিন্তু আজকে পরিবেশ নয় বাজারটাও নষ্ট করছে। পারিশ্রমিকের ব্যাপারে আমরা প্রত্যেকেই একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেইন করছি। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে কম টাকায় বেশি কাজ করার প্রবণতা বাজার নষ্ট করছে।

তুহিন : নতুনরা অনেকে দেখা যাচ্ছে, দিনে ১০টা বা ১২টা সেশন করছে। মডেল এলো আর ছবি তুলে চলে গেলো। গ্ল্যামার ফটোগ্রাফির বিষয়টা তো তা নয়। আমরা দুইটা সেশনে যে কাজ করছি, তারা দশটা সেশনে সেই কাজ করছে। ক্ষতিটা কিন্তু হচ্ছে তাদেরই।

ডেভিড : এটা তো মাঝারি মানের রেস্টুরেন্ট ব্যবসা না। আমরা মনে করি, একদিনে। যত বেশি ছবি তুলতে পারবো ততই বুঝি লাভ। পাশের দোকানে ৪০ টাকা কেজি বিক্রি করছে। আমি যদি ৩৮ টাকা বিক্রি করি তাহলে বোধহয় লাভ, এই হিসাবে কিন্তু ফটোগ্রাফির ব্যবসা না।

একজন ফটোগ্রাফার অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাজের পরিমাণ কমিয়ে দেবেন। তার জুনিয়ররা সেই জায়গাটা নেবে। তার পেমেন্টটাও কিন্তু তার কাজের গভীরতার সঙ্গে বাড়বে। যারা আজকে একটা বইয়ের দুই পৃষ্ঠা পড়ে ফটোগ্রাফার হয়েছেন তারা চাচ্ছেন সকাল ৭টায় স্টুডিও খুলবেন আর রাত ২টায় বন্ধ করবেন এবং বাজারের সব কাজ করবেন একাই। কম টাকায় বেশি কাজের প্রবণতা বাড়ছে। এতে বাজারটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা যারা কোয়ালিটি কাজ করার চেষ্টা করি, তারা কিন্তু খুব একটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি না।

২০০০ : এই ধারা যদি বজায় থাকে তাহলে নতুন যারা এ পেশায় আসছে তাদের জন্য তো খুবই শঙ্কার কথা...

ডেভিড : আরেকটা বিষয় হচ্ছে, ছবির কোয়ালিটি সবাই কি বোঝে? আজকে যে এক্সিকিউটিভ অ্যাডফার্মে এসে বসেছেন তাদের খুব কম সংখ্যকই ফটোগ্রাফি বোঝেন। সমস্যা হয় তখনই। আবার এটাও ঠিক, কোয়ালিটি কাজের বিকল্প নেই।

২০০০ : আপনারা প্রত্যেকেই অ্যাডভার্টাজিং ফটোগ্রাফির সঙ্গে যুক্ত। দেশের বাইরেও কাজের অভিজ্ঞতা আপনাদের রয়েছে। অথচ আমাদের দেশ থেকে অ্যাডভাইর্টাইজিং ফটোগ্রাফির প্রচুর কাজ বাইরের দেশগুলোতে চলে যায়। এই বিষয়টিকে আপনারা কিভাবে দেখেন?

রিপন : অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মের লোকেরা ইচ্ছা করেই কাজ বাইরে নিয়ে যান। কারণ তাতে ওভার বিলিং করতে পারেন। অথচ বাইরের কাজের কোয়ালিটি যে আমাদের চেয়ে খুব ভালো তা নয়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলবো, আমার করা কাজকেই বাইরে করা বলে ক্লায়েন্টকে বোঝানো হয়েছে। তার মানে আমাদের কাজ কোনো অংশেই বাইরের তুলনায় খারাপ নয়। কোলকাতায় আমার অনেক ফটোগ্রাফার বন্ধু আছে যারা আমাকে অনেকবার বলেছে, 'তোমরা কি একটা কসমেটিক্সের কৌটার ছবিটাও তুলতে পারো না।'

ডেভিড : আমি বাইরের দেশেও কর্পোরেট কাজ করেছি। মনে হয়, অ্যাডভার্টাইজিং ফটোগ্রাফিতে আমরা মানের দিকে থেকে ইন্ডিয়া বা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সমকক্ষ। ফার্মগুলো বাইরে যাবার ছুতো খোঁজে মূলত দুটো কারণে। একটা হচ্ছে তারা অতিরিক্ত খরচ দেখাতে পারে এবং বাইরে কাজ নিয়ে যাবার কারণে একটা পার্সেন্টেজ পায়। অন্যটা হচ্ছে নিজেদের একটা Pleasure trip-এর ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

তুহিন : আর বাইরে গিয়ে তারা যে খুব ভালো মানের ফটোগ্রাফারদের দিয়ে কাজ করিয়ে আনেন তাও নয়। অ্যাড ফার্মগুলোর আরেকটা

'নতুনরা অনেকে দেখা যাচ্ছে, দিনে ১০টা বা ১২টা সেশন করছে। মডেল এলো আর ছবি তুলে চলে গেলো। গ্ল্যামার ফটোগ্রাফির বিষয়টা তো তা নয়। আমরা দুইটা সেশনে যে কাজ করছি, তারা দশটা সেশনে সেই কাজ করছে। ক্ষতিটা কিন্তু হচ্ছে তাদেরই'
তুহিন হোসেন

সমস্যা হলো, তারা প্রথমেই বলে আমাদের বাজেট কম। আমরা খুব কম বাজেটের মধ্যে কাজ নামাতে চাই। শুধু তাই নয়, দেখা গেলো কাজের পর কোম্পানি হয়তো ১৫ দিনের মধ্যে কাজের পেমেন্ট ক্লিয়ার করে দিয়েছে, কিন্তু অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মের বিল পেমেন্টের কোনো খবর থাকে না।

২০০০ : আমাদের দেশে ছবির কপিরাইটও সংরক্ষিত হয় না...

তুহিন : আমাদের দেশে ছবির ক্রেডিট দিতেই তো কার্পণ্যবোধ করে। মনে করে নাম দিয়ে ধন্য করেছি। অথচ এটা তো একজন ফটোগ্রাফারের অধিকার।

চঞ্চল : ফটোগ্রাফারদের অধিকারের ব্যাপারে, সচেতনতার ব্যাপারে ড. শহিদুল আলম সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন। আগে অনেকেই বলতেন, ছবির নেগেটিভ দেন না কেন? অথচ নেগেটিভ যে ফটোগ্রাফারের প্রোপার্টি এটা বোঝাতেই অনেক সময় লেগেছে। তেমনি কপিরাইটের বিষয়টিও প্রতিষ্ঠা পেতে সময় নিবে।

ডেভিড : আমি চাই যারা এখনো সচেতন নন তারা শাস্তি পাক। কেননা ২০০৫-এর পর ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইট এবং কপিরাইট সারা বিশ্বে সমানভাবে বড় বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আনন্দধারায় প্রকাশিত আমার তোলা ছবিগুলো দেশের অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় এতো বেশি পরিমাণে ছাপা হয়েছে যে, এই টাকা যদি পাঁচ বছরে আমাকে পরিশোধ করে দেয়া হতো তাহলে হয়তো আমার নিজেরই একটি ব্যাংক খোলার মতো অবস্থা তৈরি হতো। আমি কোনো দুঃখ বা ক্ষোভ থেকে বলছি না। ছবিটা যে কারো পৈতৃক সম্পত্তি নয়, এটাই তো লোকে বোঝে না। আমি একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই, ইয়েন ব্যারি নামে একজন ব্রিটিশ ফটোগ্রাফার কিছুদিন আগে বাংলাদেশে এসেছিলেন। ফ্যাশন ফটোগ্রাফার হিসেবে তিনি সারা বিশ্বেই কাজ করেছেন। তার তোলা ছবি থেকে পেইন্টিং করে একটি বিজ্ঞাপনের ডিজাইন তৈরি করা হয়েছিল। এ জন্য তিনি আদালতে ৭ মিলিয়ন ডলার সু করেছিলেন এবং মাত্র ১২ দিনের মাথায় তা পেয়েও যান।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**